Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 18-06-2026 15:35 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ১৮ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৭৫ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

আর জি কর কাণ্ডে সিবিআই দপ্তরে নির্মল ঘোষ, কেন তড়িঘড়ি সৎকার ? প্রশ্ন তদন্তকারীদের

তৃণমূলের পর ভাঙল উদ্ধবের শিব সেনা ! চার্টার্ড ফ্লাইটে দিল্লি এসে স্পিকারকে চিঠি বিদ্রোহীদের

অবশেষে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের অবসান ! শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করল ইরান-আমেরিকা, খুলছে হরমুজ

হুমকি, দুর্নীতি-সিন্ডিকেট তোলাবাজির অবসান হবে ঃ রাজ্যপাল

নয়া জামানা ঃ রাজ্যপাল আর এন রবি-র ভাষণের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল পশ্চিমবঙ্গের ১৮তম বিধানসভার প্রথম অধিবেশন। রাজ্যে বিজেপি সরকারের ক্ষমতায় আসার পর এটাই প্রথম বিধানসভা অধিবেশন। অধিবেশনের সূচনাতেই রাজ্যপাল পূর্ববর্তী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন এবং নতুন সরকারের অগ্রাধিকার ও কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরেন।ভাষণের শুরুতেই রাজ্যপাল বলেন, নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের আমলে প্রশ্রয়প্রাপ্ত সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান শুরু করেছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, অপরাধ দমন এবং প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।এছাড়াও তিনি জানান, অবৈধ বিদেশি ও অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে আইনানুগভাবে ফেরত পাঠানোর জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করাকে বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার

বলে উল্লেখ করেন রাজ্যপাল।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র নেতৃত্বাধীন সরকারের নীতিগত অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে আইনশৃঙ্খলা, সীমান্ত সুরক্ষা, শিল্পোন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন তিনি।রাজ্যপাল বলেন, নতুন সরকার ইতিমধ্যেই সেইসব সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে, যাদের পূর্ববর্তী সরকার সুরক্ষা দিত।একইসঙ্গে তিনি হুমকির সংস্কৃতি, দুর্নীতিগ্রস্ত সিন্ডিকেট এবং তোলাবাজির চক্রের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির কথা উল্লেখ করেন।সীমান্ত এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএসএফ-এর হাতে জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে রাজ্যপাল বলেন, এই উদ্যোগ আন্তর্জাতিক সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করতে সহায়ক হবে।নারী নির্যাতন, সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উপর অত্যাচার এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি। পাশাপাশি তোলাবাজি, দুর্নীতি এবং অবৈধ বালি ও কয়লা উত্তোলনের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন।ভাষণের শেষাংশে রাজ্যপাল বলেন, রাজ্য সরকারের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গকে একটি শিল্পবান্ধব ও বিনিয়োগ-উপযোগী রাজ্যে পরিণত করা।

নতুন শিল্প স্থাপন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও তিনি উল্লেখ করেন।রাজ্যপালের বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উঠে আসে যে, নতুন সরকার প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সামনে রেখেই আগামী দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চায়। ১৮তম বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে তাঁর এই ভাষণ রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অগ্রাধিকারের একটি স্পষ্ট বার্তা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জয়েন্টে প্রথম শাশ্বত

নয়া জামানা ঃ পরীক্ষার ২৫ দিনের মাথায় প্রকাশিত হল পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা (ডব্লিউবিজেইই)-র ফল। এবারে পরীক্ষায় ৬৬,৩৮৩ জন পুরুষ এবং ২৬, ৩৬৮ জন মহিলা পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। তৃতীয় লিঙ্গের দুই পরীক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রথম হয়েছেন বিধাননগর সল্টলেকের বাসিন্দা শাশ্বত ব্যানার্জি। তিনি নালন্দা অ্যাকাডেমি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, কোটা-র পড়ুয়া।

বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতই

নয়া জামানা ঃ বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ই। কলকাতা হাই কোর্টে বড় ধাক্কা কালীঘাট তৃণমূলের। বৃহস্পতিবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের অন্তবর্তী নির্দেশ, বিক্ষুব্ধ তৃণমূল গোষ্ঠী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে কোনও হস্তক্ষেপ নয়। অর্থাৎ ,স্পিকার রথীন্দ্র বোসের সিদ্ধান্ত বহাল থাকছে। ঋতব্রত পাশাপাশি সন্দীপন সাহা, শিউলি সাহা, আখ রুজ্জামানদের বিধানসভায় নিজেদের পদ পাচ্ছেন। আজ, তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের আবেদন ফিরিয়ে এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তবে শুনানি এখনই শেষ হচ্ছে না। জুলাই মাসে মামলার পরবর্তী শুনানি।

থানায় অরূপ

নয়া জামানা ঃ মেসি কাণ্ডে অবশেষে হাজিরা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের। ইতিমধ্যে তিনবার হাজিরা এড়িয়েছেন তিনি। তৈরি হচ্ছিল গ্রেপ্তারির আশঙ্কা! এই পরিস্থিতিতে অবশেষে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা অরূপ বিশ্বাসের। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে তিনি বিধাননগর দক্ষিণ থানায় পৌঁছন। তবে এদিন যে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী হাজিরা দিতে পারেন, সেই ইঙ্গিত বুধবার রাতেই শতদ্রু দত্ত দিতেছিলেন তাঁর সমাজমাধ্যমে। সেই মতো সকাল থেকেই থানার সামনে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারই মাঝে গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে তদন্তের মুখে ।মুখি হলেন অরূপ বিশ্বাস।

রাস্তায় আবর্জনা ফেললেই শাস্তি ঃ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের শহরাঞ্চলে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে আরও কড়া পদক্ষেপের পথে রাজ্য সরকার। রাস্তাঘাট, নদীর পাড় বা জনবহুল এলাকায় যেখানে-সেখানে আবর্জনা, প্লাস্টিক বর্জ্য কিংবা নির্মাণ সংক্রান্ত বর্জ্য ফেললে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বৃহস্পতিবার হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট-এ আয়োজিত স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি জানান, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই নিয়ম কার্যকর করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।মন্ত্রী বলেন, শহরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দায়িত্ব শুধু প্রশাসনের নয়, সাধারণ মানুষেরও। পরিবেশ দূষণ রোধে রাস্তায় প্লাস্টিক, খাবারের প্যাকেট, নির্মাণ বর্জ্য বা অন্যান্য আবর্জনা ফেলে নোংরা করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং নজরদারি আরও জোরদার করার কথাও জানান তিনি।অগ্নিমিত্রা পাল জানান, ১৫ জুন থেকে শুরু হয়েছে ছয় দিনের বিশেষ ‘স্বচ্ছতা অভিযান’, যা চলবে ২০ জুন পর্যন্ত। এই অভিযানের আওতায় শহরের রাস্তা, পার্ক, খেলার মাঠ, নদীর পাড় এবং বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চালানো হচ্ছে। প্রশাসনের

পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানও এই কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, ২০ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র রাজ্য সফর এবং ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন ও সুসংগঠিত রাখ ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে এটি শুধুমাত্র বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি পরিচ্ছন্নতা ও জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।হাওড়ার প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়েও মন্তব্য করেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে পুরসভা নির্বাচন না হওয়ায় এলাকার বিধায়কদের অনেক ক্ষেত্রেই উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে। কয়েকটি এলাকায় প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে অনীহার অভিযোগও তোলেন তিনি।বর্ষার আগে শহরের নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নেও জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানান অগ্নিমিত্রা পাল। জল জমার সমস্যা কমাতে ছোট-বড় নর্দমা ও খাল সংস্কারের কাজ চলছে। পাশাপাশি ল্যাম্পপোস্ট ও বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে বর্ষাকালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমানো যায়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 18-06-2026 15:35 Page 2

আম খেতে ভালবাসেন ? সাবধান !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ফলের রাজা আম। তীব্র তাপদাহ, অসহনীয় গরম সত্ত্বেও গ্রীষ্মের মরসুমে রেহাই মেলে একমাত্র রেহাই মেলে আমের স্বাদ পেয়েই। বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ মাস জুড়ে বাঙালির ঘরে ঘরে চলে আমের উৎসব। তবে ইদানীংকালে মুনাফাখোর অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্করে বাজারে ফলের আকার দ্রুত বাড়াতে এবং কম সময়ে পাকানোর জন্য সাহায্য নেওয়া হয় রাসায়নিকের। বাজারে বিক্রির জন্য এই ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করেন সিন্থেটিক গ্রোথ হরমোন। সেই আম খেয়েই শরীরে ঢোকে কৃত্রিম মারাত্মক বিষ।মানবদেহে প্রবেশ করেই এই কৃত্রিম রাসায়নিক নানারকম হরমোন নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে। পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই রাসায়নিক মূলত এন্ডোক্রাইন ডিসরাপ্টর অর্থাৎ বাধাসৃষ্টিকারী হিসেবে কাজ করে। ফলে তা মানুষের প্রজননতন্ত্র ও থাইরয়েডের মতো গ্রন্থির মারাত্মক ক্ষতি করে। দীর্ঘ মেয়াদে এই বিষাক্ত রাসায়নিক মানুষের লিভার, কিডনি ও মস্তিষ্ককেও অকেজো করার ক্ষমতা রাখে। এমনকি ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয়। আমকে দ্রুত পাকানোর জন্য আগে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। এখনও অনেকক্ষেত্রেই এটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। ইউরোপীয় খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ (এফসা)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, কার্বাইড জলের সংস্পর্শে এসে ক্ষতিকর অ্যাসিটিলিন গ্যাস তৈরি করে। যা মানুষের মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ কমিয়ে দেয়। যা মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, বমি ভাব, শ্বাসকষ্ট এবং চোখ ও ত্বকে তীব্র জ্বালাপোড়ার অনুভূতি তৈরি করে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র অধীনস্থ আন্তর্জাতিক ক্যানসার গবেষণা সংস্থা আইআর্ক ফরমালিনকে ১-ক্যাটাগরির ক্যানসার সৃষ্টিকারী উপাদান বলে ঘোষণা করেছে। যা মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা আমের পচন রোধে ব্যবহার করে থাকেন। ফরমালিনযুক্ত আম মুখ, গলা ও পাকস্থলীতে তীব্র জ্বালাপোড়ার পাশাপাশি শ্বাসনালিরও ক্ষতি করে।ইদানীং আমের ফলনে আবার কার্বাইডের বদলে ইথেফন ব্যবহার করা হচ্ছে। যার মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ পেটব্যথা, ডায়রিয়া ও বমির মতো সমস্যা তৈরি করে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) জানিয়েছে, বর্তমান যুগে আম চাষের সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, গাছে মুকুল ধরা থেকে ফল পাকা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে অনিয়ন্ত্রিত কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ব্যবহার। ক্লোরপাইরিফস বা সাইপারমেথ্রিনের মতো কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ আমের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে স্নায়বিক সমস্যা ও হরমোনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। একাধিক গবেষণায় প্রকাশ, এর ফলে শিশুদের স্বাভাবিক মানসিক ও বুদ্ধিমত্তার বা আইকিউ-এর বিকাশ ব্যাহত হয়।বাজারের সব আমে রাসায়নিক না থাকলেও কিছু সাধারণ লক্ষণ দেখে কৃত্রিমভাবে পাকানো আম সহজেই চেনা যায়। এসব আমের বাইরের অংশ সম্পূর্ণ গাঢ় হলুদ দেখালেও ভেতরের অংশটি কাঁচা থাকে। আমের ডাঁটির চারপাশটি কাঁচা থাকবে। কিন্তু বাকি অংশটি হলুদ দেখায়। কৃত্রিম আমের ত্বক বেশ চকচকে ধরনের হয়। কোনও মিষ্টি সুবাসও পাওয়া যায় না, যা প্রাকৃতিক ভাবে পাকানো আমে পাওয়া যায়। কৃত্রিম ভাবে পাকানো আম থেকে নিজে ও পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে বেশ কিছু সতর্কতা মেনে চলা জরুরি। যেমন-

১। বাজার থেকে আম কেনার পর তা কলের জলে অন্তত ২-৩ মিনিট ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।

২। এরপর পরিষ্কার জলে আরও ১৫-২০ মিনিট আম ভিজিয়ে রেখে খোসা ছাড়িয়ে খেতে হবে।

৩।বাজার থেকে মরসুমের শুরুতেই অতিরিক্ত হলুদ ও চকচকে আম কেনা উচিত না।

৪। আমের বোঁটার কাছে প্রাকৃতিকভাবে পাকানো আমের মিষ্টি সুবাস আছে কিনা, তা পরখ করে দেখে নিতে হবে।

৫। সাধারণত, কোনও বিশ্বাসযোগ্য বাগানমালিক, খাদ্য উৎপাদনকারী বা সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে গাছপাকা আম কিনতে হবে।

শিয়রে ‘গডজিলা’ এল নিনো

নয়া জামানা ডেক্স ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর অগ্রগতি এবছর প্রত্যাশার তুলনায় কিছুটা মন্থর। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টিপাত হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে উদ্বেগ বাড়ছে। এরই মধ্যে আবহাওয়াবিদদের একাংশ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, আগামী মাসগুলিতে শক্তিশালী এল নিনো পরিস্থিতি তৈরি হলে ভারতের কৃষিতে তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়তে পারে। সম্ভাব্য এই তীব্র আবহাওয়া পরিস্থিতিকে অনেক বিশেষজ্ঞ অনানুষ্ঠানিকভাবে ‘গডজিলা এল নিনো’ বলেও উল্লেখ করছেন।ভারতের অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বর্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। দেশের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি চাষের জমি এখনও সেচের পরিবর্তে বর্ষার জলের ওপর নির্ভরশীল। ফলে মৌসুমি বৃষ্টিতে ঘাটতি দেখা দিলে ধান, ডাল, তৈলবীজ, তুলো-সহ একাধিক খরিফ ফসলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।বিশেষজ্ঞদের মতে, এল নিনো হল প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার একটি প্রাকৃতিক জলবায়ুগত ঘটনা। এর প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার ধরণ বদলে যেতে পারে। ভারতে অনেক ক্ষেত্রেই শক্তিশালী এল নিনোর সঙ্গে দুর্বল বর্ষা ও বৃষ্টিপাতের ঘাটতির সম্পর্ক দেখা গিয়েছে, যদিও প্রতিটি এল নিনো বছরের প্রভাব একরকম হয় না।বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে কেন্দ্র সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি কৃষিক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলার প্রস্তুতি শুরু করেছে। কৃষকদের জন্য বিকল্প ফসলের পরিকল্পনা, খরা-সহনশীল বীজের সরবরাহ, জল সংরক্ষণ এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলিকেও স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বর্ষার অগ্রগতি আগামী কয়েক সপ্তাহে কেমন হয়, তার ওপরই অনেক কিছু নির্ভর করবে। যদি বৃষ্টির ঘাটতি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে শুধু কৃষিই নয়, জলাধারের জলস্তর, পানীয় জলের সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপরও প্রভাব পড়তে পারে। অন্যদিকে, খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে গেলে মূল্যবৃদ্ধির চাপও বাড়তে পারে।তবে বিশেষজ্ঞরা এটাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, শুধুমাত্র এল নিনোর সম্ভাবনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হবে না। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর এবং আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থাগুলি নিয়মিত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। আগামী সপ্তাহগুলিতে সমুদ্রের তাপমাত্রা, বায়ুমণ্ডলীয় পরিবর্তন এবং বর্ষার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করেই আরও স্পষ্ট পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে।কৃষকদের জন্য পরামর্শ হল, সরকারি আবহাওয়া বুলেটিন ও কৃষি দফতরের নির্দেশিকা নিয়মিত অনুসরণ করা এবং স্থানীয় কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী চাষের পরিকল্পনা করা। আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার এই সময়ে বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাপনাই সম্ভাব্য ক্ষতি কমানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এই দুই জন্মসংখ্যার মানুষেরা ‘পারফেক্ট কাপল’

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী, জন্মসংখ্যা একজন ব্যক্তির সমগ্র জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। প্রেমজীবন বা বিবাহিত জীবনও ব্যতিক্রম না। সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী এই দুই জন্মসংখ্যার বিবাহ বা প্রেম জন্মজন্মান্তরের। আজীবনের সম্পর্কে আবদ্ধ এই দুই জন্মসংখ্যার মানুষ। তাই যেখানেই থাকুক, যাই করুক না কেন এই দুই জন্মসংখ্যার মানুষ সঙ্গী হিসাবে একে অপরকে খুঁজে নেয়।

মূলাঙ্ক কীভাবে হিসাব করবেন? আপনার জন্মতারিখটি এক সংখ্যায় আনতে হবে। যদি মাসের ২৭ তারিখ জন্ম হয় তাহলে ২৭গু৯ আপনার মূলাঙ্ক।

দেখে নেওয়া যায় কোন মূলাঙ্কের সঙ্গে কোন মূলাঙ্কের মিল?

মূলাঙ্ক ২ এর সঙ্গে মূলাঙ্ক ৬
মূলাঙ্ক ৪ এর সঙ্গে মূলাঙ্ক ৮
মূলাঙ্ক ১ এর সঙ্গে মূলাঙ্ক ৫
মূলাঙ্ক ১ এর সঙ্গে মূলাঙ্ক ৬
মূলাঙ্ক ৩ এর সঙ্গে মূলাঙ্ক ৯
মূলাঙ্ক ৭ এর সঙ্গে মূলাঙ্ক ২
মূলাঙ্ক ৭ এর সঙ্গে মূলাঙ্ক ৯
মূলাঙ্ক ৪ এর সঙ্গে মূলাঙ্ক ৬
মূলাঙ্ক ২ এর সঙ্গে মূলাঙ্ক ৮
মূলাঙ্ক ৫ এর সঙ্গে মূলাঙ্ক ৮
মূলাঙ্ক ৫ এর সঙ্গে মূলাঙ্ক ৭
মূলাঙ্ক ৪ এর সঙ্গে মূলাঙ্ক ৯ এর সম্পর্ক চিরকালীন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 18-06-2026 15:35 Page 3

রয়্যাল বেঙ্গলের হানায় মৃত্যু

গৃহবধূর,শোকের ছায়া পরিবারে

নয়া জামানা ঃ সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের হামলায় প্রাণ হারালেন এক গৃহবধূ। মৃতার নাম বন্দনা দাস। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের চুলকাটি জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জীবিকার তাগিদে স্বামীর সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন বন্দনা দাস। সেই সময় জঙ্গল লাগোয়া খাঁড়ি এলাকায় আচমকাই একটি বাঘ হামলা চালায় বলে অভিযোগ। স্বামী

তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও বাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম হন বন্দনা দেবী। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।পরে বনদপ্তর, পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। জঙ্গল সংলগ্ন খাঁড়ি এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় বন্দনা দাসের দেহ। ঘটনার পর এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বনদপ্তরের পক্ষ থেকে টহলদারি জোরদার করা হয়েছে।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্দনা দাসের এক ছেলে সপ্তম শ্রেণিতে এবং এক মেয়ে দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে পরিবারটি গভীর সংকটের মুখে পড়েছে।উল্লেখ্য, সুন্দরবন এলাকায় জীবিকার সন্ধানে বহু মানুষ নিয়মিত মাছ ও কাঁকড়া

ধরতে জঙ্গল সংলগ্ন নদী ও খাঁড়িতে যান। যদিও সেখানে বাঘের হামলার ঝুঁকি দীর্ঘদিনের। গত কয়েক মাসে মাছ কিংবা কাঁকড়া ধরতে গিয়ে একাধিক মানুষের মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। ফলে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ ও ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে।এদিকে, ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আলতাফ আহমেদ বলেন, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

একের পর এক প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।সুন্দরবনে বারবার বাঘের হামলায় মৃত্যুর ঘটনায় স্থানীয়দের নিরাপত্তা, বিকল্প জীবিকা এবং ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে। প্রশাসনের তরফে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

অন্নপূর্ণা যোজনার তথ্য আপলোডে

বাধা, আটক পুরপ্রধান

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন কারীদের তথ্য অনলাইনে আপলোডে বাধা, তোলাবাজি, হুমকি, স্বজনপোষণ এবং সরকারি প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভা। এই ঘটনার জেরে পুরসভার পুরপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষোভকারীদের একাংশ ডিম ছুড়ে প্রতিবাদ জানান।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার পুরসভা চত্বরে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের অভিযোগ, অন্নপূর্ণা যোজনায় যাঁরা অফলাইনে আবেদন করেছিলেন, তাঁদের তথ্য অনলাইনে আপলোড করার প্রক্রিয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন পুরপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ। বিক্ষোভ কারীদের আরও দাবি, আবাস যোজনার ঘর বণ্টনে স্বজনপোষণ করা হয়েছে এবং শাসকদল ঘনিষ্ঠদের অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নেও দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয় পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে।বিক্ষোভ ঘিরে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর দেওয়া হয় জিয়াগঞ্জ থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। পরে পুরপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় পুলিশ ভ্যান লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করেন বিক্ষোভকারীদের একাংশ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে অনিয়ম, দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক তরজা তীব্র হয়েছে। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভার এই ঘটনাও সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করল।

ঝাড়ফুঁকের নামে নির্যাতন, ওঝার বেতের ঘায়ে রোগীর মৃত্যু, গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ রাজগঞ্জ ব্লকে ঝাড়ফুঁকের নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আধুনিক চিকিৎসার যুগেও কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে এমন মর্মান্তিক ঘটনার খবর সামনে আসায় হতবাক এলাকার মানুষ। মৃত ব্যক্তির নাম ক্ষিতেন রায় (৫৫)। তিনি ফাটাপুকুর এলাকার ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক ওঝা এবং তার শিষ্যাকে গ্রেপ্তার করেছে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্ষিতেন রায় দীর্ঘদিন ধরে খিঁচুনি রোগে ভুগছিলেন। অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সদস্যরা তাকে প্রথমে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। পরিবারের লোকজনও আশা করেছিলেন ধীরে ধীরে তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন।কিন্তু কয়েকদিন আগে আবারও তার খিঁচুনির সমস্যা দেখা দেয়। সেই সময় চিকিৎসার পাশাপাশি পরিবারের কয়েকজন সদস্য ঝাড়ফুঁকের সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। স্থানীয়ভাবে তন্ত্র-মন্ত্র ও ঝাড়ফুঁকের কাজ করেন বলে পরিচিত পূজা রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। অভিযোগ, পূজা রায় পরিবারের সদস্যদের বোঝান যে বিশেষ ঝাড়ফুঁক করালে ক্ষিতেন রায় সুস্থ হয়ে উঠবেন।এরপর পূজা রায়ের কথামতো ক্ষিতেন রায়কে প্রথমে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় পূজার গুরু বলে পরিচিত দিলীপ বসুনিয়ার বাড়িতে। দিলীপ বসুনিয়া রাজগঞ্জের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সাহেবপাড়ার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। সেখানে একটি কালী মন্দিরের সামনে ঝাড়ফুঁকের আয়োজন করা হয়।পরিবারের অভিযোগ, ঝাড়ফুঁকের নামে ওই অসুস্থ ব্যক্তির উপর শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন। বেতের লাঠি দিয়ে তাকে বারবার আঘাত করা হয়। দাবি করা হয়, তার শরীরে অশুভ শক্তির প্রভাব রয়েছে এবং সেই শক্তিকে তাড়াতেই এই মারধর করা হচ্ছে। উপস্থিত কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাও পরে জানতে পারেন যে ঝাড়ফুঁকের সময় ক্ষিতেন রায়কে বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল।অভিযোগ অনুযায়ী, মারধরের এক পর্যায়ে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। পরে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু সেখানেও পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি। পরিবারের দাবি, পূজা রায় পরে তাদের বাড়িতেও গিয়ে আরও একবার ঝাড়ফুঁক করেন। তবে তাতেও কোনও লাভ হয়নি। অবশেষে ক্ষিতেন রায়ের মৃত্যু হয়।মৃত্যুর পর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সন্দেহ আরও জোরালো হয়। মৃতের ভাই গৌরীকিশোর রায় অভিযোগ করেন, তার দাদার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। ঝাড়ফুঁকের নামে যে অমানবিক মারধর করা হয়েছিল, সেটাই মৃত্যুর কারণ। তিনি রাজগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তে নামে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর ওঝা দিলীপ বসুনিয়া এবং তার শিষ্যা পূজা রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পেট্রোল সংকট, ভরতে হচ্ছে

স্পিড !বিপাকে সাধারণ মানুষ

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ জেলায় হঠাৎ করে পেট্রোল ও ডিজেলের সংকট দেখা দেওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি শহর এবং আশপাশের বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে সাধারণ পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে বাইক ও গাড়ি চালকদের বাধ্য হয়ে বেশি দাম দিয়ে স্পিড পেট্রোল কিনতে হচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, অনেক পাম্পে গিয়ে সাধারণ পেট্রোল চাইলে জানানো হচ্ছে তা নেই। এরপর বাধ্য হয়েই লিটার প্রতি প্রায় ১০ টাকা বেশি খরচ করে স্পিড পেট্রোল ভরাতে হচ্ছে। এতে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন নিত্যদিন যাতায়াত করা মানুষ, ডেলিভারি কর্মী, ছোট ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি। এক বাইক চালক বলেন, রোজ কাজের জন্য বাইক নিয়ে বেরোতে হয়। সাধারণ পেট্রোল না থাকায় বেশি টাকা দিয়ে স্পিড ভরতে হচ্ছে। এতে মাসের খরচ অনেকটাই বেড়ে যাবে। আরেক গাড়িচালকের কথায়, যদি আগে থেকে জানানো হত তাহলে অন্য ব্যবস্থা করা যেত। হঠাৎ করে এই সমস্যা হওয়ায় সবাই বিপাকে পড়েছে। পাম্পগুলিতে সাধারণ পেট্রোল না থাকায় অনেক জায়গায় গ্রাহকদের মধ্যে অসন্তোষও

দেখা গিয়েছে। কেউ অভিযোগ করছেন, সাধারণ পেট্রোলের অভাব দেখিয়ে বেশি দামের জ্বালানি বিক্রি করা হচ্ছে। যদিও পাম্প কর্তৃপক্ষের দাবি, জোগান সংক্রান্ত সমস্যার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।এদিকে পেট্রোল ও ডিজেলের এই সংকট কতদিন চলবে, তা নিয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

ফলে আগামী কয়েকদিন পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সাধারণ মানুষ। দ্রুত স্বাভাবিক জোগান ফিরিয়ে আনার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। জলপাইগুড়ির বাসিন্দাদের আশা, প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করবে, যাতে সাধারণ মানুষকে আর অতিরিক্ত টাকা খরচ করে জ্বালানি কিনতে না হয়।

উদয়নকে ডিম-জুতো, উত্তপ্ত আদলত চত্বর

নয়া জামানা,কোচবিহার ঃ প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে ঘিরে বৃহস্পতিবার দিনহাটায় নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রতারণা ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মামলায় গ্রেপ্তারের পর তাঁকে দিনহাটা থানায় আনা হলে থানার বাইরে বিপুল সংখ্যক মানুষের জমায়েত হয়। পরে থানার বাইরে বের করার সময় বিক্ষোভকারীদের একাংশ তাঁর প্রিজন ভ্যান লক্ষ্য করে ডিম ও জুতো নিক্ষেপ করে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে ব্যাপক তৎপরতা দেখাতে হয়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় তাঁকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে আদালতে পেশ করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার কলকাতার ফুলবাগান এলাকার বাসভবন থেকে উদয়ন গুহকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া প্রতারণা ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত মামলার তদন্তে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর সড়কপথে তাঁকে কোচবিহার জেলায় নিয়ে আসা হয়।বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে দিনহাটা থানায় আনা হবে;এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই থানার সামনে ভিড় জমতে শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বিক্ষোভ কারীদের মধ্যে কেউ পচা ডিম এবং কেউ জুতো নিয়ে উপস্থিত হন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় আগাম নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে পুলিশ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 18-06-2026 15:35 Page 4

সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান

গান্ধিজির ‘দ্বিতীয় বাড়ি’

বাংলাতেই রয়েছে গান্ধিজির ‘দ্বিতীয় বাড়ি’, সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠান। যা গান্ধি মেমোরিয়াল আশ্রম নামে পরিচিত। যদিও আম সোদপুরবাসী একে ‘খাদি ভবন’ নামে ডাকে। বাড়িটির সঙ্গে গান্ধিজির স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, একটুই জানে বৃহত্তর সোদপুর-পানিহাটির এই প্রজন্মের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষজন। টালির চালায় ছাওয়া আশ্রমটি, ইউ আকৃতির। মোট ন’টি ঘর। প্রথম ঘরটিতে থাকতেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। সামনে উঠোন। বাগানের মাঝেই রয়েছে গান্ধিজির আবক্ষ মূর্তি। স্থানীয়রা অনেকেই জানেন না বাড়িটির ইতিহাস। এমনকি ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে চেনেনও না।গান্ধিজয়ন্তীর প্রাককালে পৌঁছে গিয়েছিলাম বাড়িটিতে। দেখলাম পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নের কাজ চলছে। কয়েকজন মহিলাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রহরী চেতনরবি দাসের সঙ্গে দেখা হল। তিনি ১৯৬২ সাল থেকে সেখানে আছেন। বললেন, তসব পরিষ্কার করা হচ্ছে। কাল নেতারা আসবে। ঘর-দোর সব খোলা হবে।দ বুঝলাম গান্ধিজয়ন্তী উপলক্ষ্যেই সাফাই করা হচ্ছে। খসে পড়ছে প্লাস্টার, ভাঙা টালি, চোটে যাওয়া রং, ফাটল ধরা মেঝে, দেওয়াল; দেখলেই মনে হয় সময় কোথাও যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, এই বাড়িটিকেই নিজের ‘দ্বিতীয় বাড়ি’ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন গান্ধিজি? চরম অবহেলায়, অনাদরে পড়ে রয়েছে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির প্রিয় সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র, সুলেখা কালির জনক সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করেন। বিশ শতকের তিনের দশক থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি দানা বাঁধতে শুরু করে। সতীশচন্দ্রই, গান্ধিজির আদর্শকে উপজীব্য করে প্রায় দু’লক্ষ টাকা দিয়ে সোদপুর স্টেশনের পাশে ৩০ বিঘা জমি কিনে গড়ে তোলেন খাদি প্রতিষ্ঠান। ১৯২৭ সালের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠানের হস্তশিল্প বিভাগ ‘কলাশালা’র উদ্বোধনে আসেন গান্ধি। ১৯২৭ সালের ২ জানুয়ারি থেকে পথ চলা শুরু, প্রথম চেয়ারম্যান হন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই বাড়িটি যেমন পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সাক্ষী, তেমনই গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত মজবুত করার লড়াইয়ের দলিলও বটে। এখানে সে’সময় ১২টি উৎপাদন কেন্দ্র, ২৫টি বিক্রয় কেন্দ্র, ৪৭৫জন তাঁতি এবং ৬৮০০টি চরকা ছিল। প্রতি মাসে প্রায় ১০ হাজার টাকার দ্রব্য উৎপাদিত হত। এখান থেকে বিভিন্ন বইও প্রকাশ করা হত। লাইব্রেরি, গবেষণাগার এমনকী ছাপাখানাও ছিল প্রতিষ্ঠানের। খাদি বস্ত্রের পাশাপাশি মধু, ধূপকাঠি, তালের গুড়, হাতে তৈরি কাগজ, দুগ্ধজাত সামগ্রী, ঘি, হলুদ, জিরে গুঁড়ো, রঙ, সাবান তৈরি হত। চরকা, ধান ভাঙার ঢেঁকি, তেল পেষাইয়ের ঘানি, মধু নিষ্কাশন, পাট প্রক্রিয়াকরণ, গো শালা সব মিলিয়ে গ্রাম স্বনির্ভরতার আদর্শ পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল খাদি প্রতিষ্ঠান। চেতনরবি দাস বাবু জানালেন, তিনি নিজেও এসব তৈরি হতে দেখেছেন। মধু তৈরির গল্প বলছিলেন। কিন্তু কালে কালে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চেতনবাবু পানিহাটি পৌরসভার কর্মী। প্রহরার দায়িত্বে এখন। তিনিই বললেন, খাদি প্রতিষ্ঠানের জায়গায় আস্তে আস্তে কোয়াটার তৈরি হয়েছে। এখন আশ্রমের জায়গা বলতে মোটামুটি তিন বিঘা জমি। দেখালেন কালো গ্রিল দিয়ে ঘেরা সীমানা, ওই সীমানাটুকুর মধ্যেই আশ্রম। গান্ধিজয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবসের মতো দিনগুলোতে মানুষজন আসে। মূর্তিতে মালা, ফুল পড়ে।এবার আসি ঐতিহাসিক ঘটনায়। গান্ধিজি ১৯২৭-’৪৭-র মধ্যে একাধিকবার এখানে এসেছিলেন। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ত্রিপুরি কংগ্রেসের পর এই আশ্রমেই গান্ধিজির সঙ্গে বৈঠকে বসেন জওহরলাল নেহেরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু (১৯৩৯-র ২৭-২৯ এপ্রিল)।

সোদপুরে বসেই ২৯ এপ্রিল কংগ্রেস ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন নেতাজী। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে এই আশ্রমে ৫০ দিন ছিলেন গান্ধি। তখন প্রতিদিন সকাল, সন্ধ্যা প্রার্থনাসভা বসত। মানুষের ঢল নামত সোদপুরে। ভিড় সামাল দিতে প্রতি বিকেল ৪টে ১৫ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে সোদপুরের উদ্দেশ্যে বিশেষ ট্রেন ছাড়ত। প্রার্থনা সভা রেকর্ডও করা হয়েছিল।১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর লক্ষ্মীপুজোর দিন নোয়াখালিতে শুরু হয় দাঙ্গা। সে’সময় এখান থেকেই নোয়াখালির উদ্দেশ্যে রওনা হন গান্ধিজি। ১৯৪৭-র ৯ আগস্ট গান্ধি শেষবারের মতো সোদপুর আসেন। অল ইন্ডিয়া রেডিও সোদপুর খাদি আশ্রমে বসেই তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করে। স্বাধীনতার দিন দুয়েক আগে, ১৩ আগস্ট সোদপুর থেকেই বেলেঘাটায় গিয়েছিলেন গান্ধি। সেই শেষবারের মতো সোদপুর ছাড়েন গান্ধিজি।২০০৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়। তবে, তখন সেভাবে কোনও সংস্কার হয়নি। আজ সেই বাড়ি জনশূন্য, বহু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খাদি প্রতিষ্ঠানের কেয়ারটেকার শঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি জানালেন, তগোপালকৃষ্ণ গান্ধি যখন বাংলার রাজ্যপাল ছিলেন, সে’সময় তিনি খাদি প্রতিষ্ঠানের সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিল। গ্রিলের বাউন্ডারি দেওয়া হয়। ইলেকট্রিফিকেশন কাজ হয়।দ আরও জানালেন ২০০৯ সালের প্রথম দিকেও এখানে পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। তারপর সব বন্ধ। সংস্কার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে জানালেন, এখন হেরিটেজ কমিশন উদ্যোগ নিয়েছে। তারাই সংস্কার করবে। কাজ শুরু হবে। তবে কবে হবে জানি না।খাদি প্রতিষ্ঠানের অবহেলার প্রসঙ্গে বলছিলেন, তরামমোহন ট্রাস্টের একসময় এই প্রতিষ্ঠানটি সংস্কার করার কথা ছিল। এছাড়াও খাদি প্রতিষ্ঠানের অনেক ট্রাস্টি মারা গিয়েছেন। এ’সব নানান কারণে সংস্কার হয়নি। প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু জিনিস চুরিও হয়েছে। গোপালকৃষ্ণ গান্ধির আমলে, উত্তর ২৪ পরগণার তদানিন্তন জেলাশাসক খাদি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেন পানিহাটি পৌরসভাকে। শঙ্করবাবু বললেন, প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন কিন্তু ২০১৪ সালে সরকার বদল হওয়ার পর সেই প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়।খোঁজ নিয়ে দেখলাম, আহমেদাবাদের সবরমতী আশ্রম প্রিজার্ভেশন অ্যান্ড মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এই প্রতিষ্ঠানের পুনর্জীবনের দায়িত্ব নিয়েছিল। শোনা যায়, সোদপুরের গান্ধী আশ্রম সংরক্ষণের প্রকল্পটি বর্তমান কেন্দ্র সরকার বাতিল করে দেয়। গান্ধিজির ঘরের তালা খুলতে খুলতে শঙ্করবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, সম্প্রতি এক দৈনিক সংবাদপত্রে দেখলাম হেরিটেজ কমিশনের লোকজন ঘুরে গিয়েছেন। টাকা বরাদ্দ হয়েছে। তার কী খবর? তিনি জানালেন, তকাজ শুরু হবে। সব খাতায় কলমে হয়েছে।গান্ধিজির ব্যবহৃত চৌকি দেখালেন। যে চরকা তিনি ব্যবহার করতেন, তাও দেখালেন। অজস্র ছবি, গান্ধির সঙ্গে অন্য নেতাদের সাক্ষাতের ছবি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের কাটিংয়ের ছবি সাজানো রয়েছে দুটো ঘর জুড়ে, তাও দেখলাম। শঙ্করবাবু বলছিলেন, তকে আসেনি এখানে? সুভাষচন্দ্র বসু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, মোতিলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু, বিধানচন্দ্র রায়, খান আব্দুল গফ্‌ফর খান, এপিজে আব্দুল কালাম, এমনকি আফ্রিকা থেকেও লোক এসেছে।গান্ধিজি তাঁর লেখাপত্রে, চিঠিতে একাধিকবার এই আশ্রমের কথা লিখেছেন। ২০১৪ সালের এপ্রিলে ইউনেস্কো সত্যাগ্রহ তথা ভারতের অহিংস আন্দোলনের পীঠস্থানগুলির যে তালিকা করেছিল, তাতেও রয়েছে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানের নাম। এমন জায়গা ও তার ইতিহাসকে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। এহেন স্থান সংরক্ষিত হোক এবং দ্রুত হোক, এইটুকুই চাওয়া। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।